২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ১. **একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প**
অর্থহীনে অর্থ ও কর্মহীনে কর্ম সৃজন

উদ্যোগ ২. **আশ্রয়ণ প্রকল্প**
বিপন্নে আশ্রয় ও গৃহহীনে গৃহ

উদ্যোগ ৩. **ডিজিটাল বাংলাদেশ**
জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা

উদ্যোগ ৪. **শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি**
বিদ্যাহীনে বিদ্যা-শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

উদ্যোগ ৫. **নারীর ক্ষমতায়ন**
সর্বক্ষেত্রে নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণ

উদ্যোগ ৬. **ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ**
শিল্পায়ন ও উন্নয়ন সহায়ক বিদ্যুৎ উৎপাদন

উদ্যোগ ৭. **কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য**
তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা

উদ্যোগ ৮. **সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি**
অসহায় নাগরিকদের সুরক্ষা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সৌজন্যে ঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

গ্রন্থনা ও সম্পাদনায়

ড. প্রশান্ত কুমার রায়
অতিরিক্ত সচিব
প্রকল্প পরিচালক
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

তথ্য সংকলনে

মোঃ আবদুল হালিম
অতিরিক্ত সচিব
মহাপরিচালক, গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়

মোহাম্মদ আলী নেওয়াজ রাসেল
উপপরিচালক (রিসার্চ)
গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

প্রকাশনায়

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩, পশ্চিম পার্শ্ব)
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৩৫৯০৮৩
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৪৮২০৬
ই-মেইল ঃ headoffice@ebek-rdcd.gov.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.ebek-rdcd.gov.bd

"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।"

"আমার প্রিয় কৃষক-মজুর, জেলে, তাঁতী ভাইদের সাহায্যে এমন একটি নতুন সুষম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা শোষণ ও প্রতিক্রিয়াশীল কোটারী স্বার্থকে চিরদিনের জন্য নস্যাৎ করে দেবে।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমরা শত্রুকে মোকাবেলা করে, যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি। এখন আমাদের যে যুদ্ধ সেটা হচ্ছে- দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশকে আমরা দারিদ্র্যমুক্ত করতে চাই। কাজেই আমাদের এখন সবচেয়ে প্রধান শত্রু হচ্ছে দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখ্য সচিবের কথা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বঞ্চনামুক্ত সোনার বাংলা গড়া। সেই অপূরণীয় স্বপ্ন পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রহণ করলেন বিশেষ কিছু অনন্য কর্মসূচি। যার মধ্যে বিপন্নে আশ্রয়, অন্নহীনে অন্ন, অর্থহীনে অর্থ, বিদ্যাহীনে বিদ্যা, পীড়িতের সেবা দান প্রণিধানযোগ্য। স্বার্থহীন এ সকল দান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অমর করে রাখবে। এ সকল সেবার মাধ্যমে দেশ এগিয়ে চলছে দারিদ্র্যমুক্তির পথে। উন্নীত হয়েছে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে। উত্তরণের অপেক্ষায় মধ্যম আয়ের দেশের পর্যায়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ অবদানকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি দিতে এবং সংশ্লিষ্ট সেবাকে আরও বেশি বেগবান করতে সরকার অনন্য এ সকল উদ্যোগকে "শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ" হিসেবে ব্রান্ডিং করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ সকল মহতী উদ্যোগ আরও বেশি আন্তরিকতা নিয়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের সেবাগুলো নিশ্চিত করাই হবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

এ সকল উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আমরা ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বই গড়বো। আমি এ প্রতিশ্রুতির সাথে সকলের আন্তরিক সম্পৃক্ততা কামনা করছি।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

প্রসঙ্গ কথা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন- এদেশের ভুখানাঙ্গা মানুষ যেন দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায়, একটা মোটা কাপড় যেন পরতে পারে। তিনি স্বপ্ন দেখতেন দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে এলেন দীপ্ত পদক্ষেপে। গ্রহণ করলেন একের পর এক দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচি- কোনটি সরাসরি দারিদ্র্যবিমোচন, কোনটি অসহায় পরিবার পরিজনের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, কোনটি আবার গৃহহীনে গৃহ নির্মাণ, কখনো তিনি ঘোষণা করলেন ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কখনো আবার দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা। এ সকল কর্মসূচির সাথে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হলো নারীর ক্ষমতায়নে।

বর্ণিত এ সকল কর্মসূচির মধ্যে দেশের একেবারেই অসহায় ও খেটে খাওয়া সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীসহ আপামর জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগ হচ্ছে- তথাকথিত ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় কর্মসূচি। পৃথিবীতে সরকারি উদ্যোগে এটাই প্রথম স্থায়ী দারিদ্র্যমুক্তির দর্শন, যেখানে সম্পৃক্ত হয়েছে ২২ লক্ষ পরিবার তথা ১ কোটি ১০ লক্ষ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। দ্বিতীয় হচ্ছে- আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন মানুষের মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দেয়া, যেখানে ইতোমধ্যে প্রায় দেড় লাখ পরিবারের ভূমিসহ গৃহনির্মাণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১২৮টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে ৪০ লাখের অধিক অবহেলিত ও অক্ষম ব্যক্তিকে অর্থ ও জীবিকায়নে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। মানুষের দোরগোড়ায় স্বচ্ছ ও ঝামেলামুক্ত সেবা দিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বাইরে প্রত্যন্ত গ্রামে ই-সেবা পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপিত হয়েছে ৪,৫২৭টি ডিজিটাল সেন্টার। শুরু হয়েছে ৮ হাজারের ওপর পোস্ট অফিসে E-Pay শীর্ষক কার্যক্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনন্য অবদান দেশব্যাপী গড়ে তোলা ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ। যেখানে দিন-রাত লোডশেডিং ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা, তা উত্তরণে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিতকরণ এক অনবদ্য কৃতিত্ব। শিক্ষার হার ৭০ শতাংশে উন্নয়ন, বিনামূল্যে ১৫৯ কোটি বই বিতরণ, ১ কোটি ২২ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান। ২০ হাজারের বেশি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ এবং ই-কনটেন্ট সরবরাহ সকলই জননেত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব উদ্যোগের অবদান হিসেবে স্বীকৃত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্তই নিজস্ব এ কর্মসূচিগুলো শতভাগ সফল করে দেশের আপামর জনসাধারণের সেবা নিশ্চিতকরণে ব্রান্ডিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই ৮টি বিশেষ কর্মসূচিকে "শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ" নামে ঘোষণা করা হয়েছে। মাঠ প্রশাসনসহ সকল কর্তৃপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অবদান ও উদ্যোগের ব্যাপক প্রচারণা এবং তার যথাযথ

বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনের মাধ্যমে জাতির পিতার কাঙ্খিত "সোনার বাংলা" গড়ে তোলা।

আমরা এদেশের সন্তান। সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলো আমাদের ভাই, ওদের জীবন গড়তে, বঞ্চনা ঘুঁচাতে আমাদের এগিয়ে আসা উচিত, এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আসুন, এই মানবতার অনুভূতিকে সামনে রেখে সরকারি, বেসরকারি, সিভিল সোসাইটি, জনপ্রতিনিধি সকলে মিলে এই "শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ" বাস্তবায়ন করি। আরও বেগবান করে তুলি দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশ গড়ার এ মহতী উদ্যোগ। আমরা পারি, আমরা পেরেছি, আমরা পারবো, অবশ্যই পারবো- এই বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিই হোক আমাদের সকলের।

ড. প্রশান্ত কুমার রায়
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ
Sheikh Hasina Special Initiatives

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল অপার সম্ভাবনাময় দেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুমহান নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে জাতির পিতার নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রম। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতার নির্মম হত্যার মধ্য দিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। সময়ের ব্যবধানে নানা দুর্বিষহ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে ১ম বার, ২০০৯ সালে ২য় বার ও ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ৩য় বার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। প্রতিবারই ক্ষমতায় এসে তিনি জনকল্যাণ বিশেষ করে গরিব জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। মাত্র ১ লক্ষ ৪৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট একটি দেশে জনসংখ্যা ১৬ কোটি। অর্থাৎ সম্পদ অত্যন্ত সীমিত কিন্তু ভোক্তা অনেক বেশি। এক কথায় সীমিত এ সম্পদের পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করেও এ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে উন্নীত হতে চলেছে।

বিশ্বব্যাপী চরম অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও বর্ণিত অর্জনসহ বর্তমান সরকার দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৬.৫% হারে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সরকার ২৭ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। মাথাপিছু আয় ৭০০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪০০ মার্কিন ডলারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ওপর। সর্বোপরি দারিদ্র্যের হার ৪১.৫ ভাগ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে ২৪ ভাগে। অর্থাৎ বছরে গড়ে ২ ভাগ দারিদ্র্য হ্রাস যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় শুধু নয়, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেনের সাম্প্রতিক মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ বৈষম্যসহ বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে। এটি বাংলাদেশের অনেক বড় কৃতিত্ব। এসব বিষয়ে সকলেরই বাংলাদেশের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।"

বাস্তবে বর্তমান সরকারের অবিস্মরণীয় অর্জনের মূল কর্মসূচিগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন-প্রসূত। তবে এ সকল কর্মসূচির মধ্যে বিশেষ কিছু কর্মসূচি আছে যা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একেবারেই নিজস্ব ধারণা ও পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেমন- আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, কমিউনিটি ক্লিনিক, ডিজিটাল বাংলাদেশ ইত্যাদি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাতৃসুলভ স্নেহপ্রবণ হৃদয় দিয়ে তিনি এদেশের দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তনের স্বপ্ন বুনে চলেছেন। তিনি স্মরণে রেখেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অপূরণীয় স্বপ্নের কথা **"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।"** সেই লক্ষ্য নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও স্বীকৃতিস্বরূপ একেবারেই তাঁর দরিদ্রবান্ধব নিজস্ব কর্মসূচিগুলোকে সরকার "শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। একইসাথে তা শতভাগ সফল করার মধ্য দিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১ এর মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুরূপ সরকার প্রধানদের নিজস্ব উদ্যোগগুলো তাঁদের নামে ব্রান্ডিং করা হয়ে থাকে দু'টি লক্ষ্যে- কার্যক্রমগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন এবং সেগুলোকে সকলের সম্পৃক্ততায় জনআন্দোলনে রূপ দেয়া। এর ফলে একদিকে স্বপ্ন-দ্রষ্টার Identity যেমন নিশ্চিত হয়, অন্যদিকে কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর সহযোগিতা পাওয়া যায়; যা চূড়ান্তরূপে জনকল্যাণে নিবেদিত হয়ে থাকে।

বিশেষ উদ্যোগ বলয় ঃ

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একেবারেই নিজস্ব উদ্যোগগুলো যা সরকার "শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ" হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে চিত্রে বলয়াকারে সেগুলো প্রদর্শন করা হলো (চিত্র-১)। চিত্রে ৮টি কোর উদ্যোগকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যার মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত একটি বাড়ি একটি খামার, সামাজিক নিরাপত্তা, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক, নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, শিক্ষা সহায়তা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ রয়েছে। এখানে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে ভিশন-২০২১ অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য সামনে রেখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ৮টি উদ্যোগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়ন করা। এখানে ভিশন-২০২১ কে "শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ" বলয়ের মাঝখানে বৃত্তের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে যাকে বেষ্টন করে আছে ৮টি বিশেষ উদ্যোগ। এ উদ্যোগগুলোর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয় নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

চিত্র-১ শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ বলয়

শেখ হাসিনা উদ্যোগ-১
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ঃ অর্থহীনে অর্থ ও কর্মহীনে কর্ম সৃজন

প্রকল্পের ভিশন ঃ

নিজস্ব পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন।

প্রকল্পের মিশন ঃ

- স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র পরিবারকে পুঁজি গঠনে সহায়তা করা;
- প্রয়োজনের নিরিখে জীবিকায়ন নিশ্চিত করা;
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা;
- সকল বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করা;
- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ী তহবিল গঠন করে দিয়ে আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মাইক্রোক্রেডিটের ফাঁদ থেকে চিরতরে মুক্তি দেয়া।

প্রকল্পের অর্জন ঃ

এক নজরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নপ্রসূত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অর্জন (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)

কর্মকাণ্ডের বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি
প্রকল্প এলাকা	ঃ সমগ্র বাংলাদেশ (৪০,৫২৭টি ওয়ার্ড)
প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম সমিতি	ঃ ৪০,৩১৬ টি
প্রকল্পভুক্ত উপকারভোগী পরিবার	ঃ ২১,১৭,৫৯৬টি
প্রত্যক্ষ উপকারভোগী	ঃ ১ কোটি ১০ লাখ জন
প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে	ঃ ৪,১২,৬৯৫ জন
সদস্যদের ব্যক্তি সঞ্চয় জমা	ঃ ৭৯৬.১২ কোটি টাকা
সরকার প্রদত্ত বোনাস	ঃ ৭১১.৮১ কোটি টাকা
সরকার প্রদত্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল	ঃ ৯৪৭.৮৪ কোটি টাকা

কর্মকাণ্ডের বিবরণ		অর্জিত অগ্রগতি
✳ দরিদ্র জনগণের গড়ে ওঠা তহবিল	ঃ	২৪৫২.৪৩ কোটি টাকা
✳ অন্যান্য জমা (সুদ/সার্ভিসচার্জ ইত্যাদি)	ঃ	৭১.০০ কোটি টাকা
✳ সাকুল্য তহবিলের পরিমাণ	ঃ	২৫২৩.৪৩ কোটি টাকা
✳ গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিয়োগ	ঃ	১৮০১.২৫ কোটি টাকা
✳ গ্রামে গ্রামে আয়বর্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজন	ঃ	১৬ লক্ষ ১১ হাজার
(ক) মৎস্য খামার	ঃ	২৫৮০২০ টি
(খ) হাঁস-মুরগি খামার	ঃ	৩৭৬০৮০ টি
(গ) গবাদিপশু পালন	ঃ	৪৯৫০০০ টি
(ঘ) নার্সারী	ঃ	৯৫৩৭৮ টি
(ঙ) সব্জি চাষ	ঃ	৯৮৮৮২ টি
(চ) অন্যান্য আয়বর্ধক খামার	ঃ	২৮৭৬৪০ টি
✳ বছরে প্রকল্পভুক্ত পরিবারের আয় বৃদ্ধি	ঃ	১০,৯২১ টাকা
✳ প্রকল্প এলাকায় নিম্ন আয়ের পরিবারের সংখ্যা	ঃ	১৫% থেকে কমে ৩%-এ দাঁড়িয়েছে
✳ প্রকল্প এলাকায় অধিক আয়ের পরিবারের সংখ্যা	ঃ	২৩% থেকে ৩১%-এ উন্নীত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ডিজিটাল ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করছেন প্রকল্প পরিচালক ড. প্রশান্ত কুমার রায়

প্রকল্পের আওতায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচি ঃ

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় দেশের ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ৯৫১ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত ভিক্ষুকদের ছাগলের খামার পরিদর্শন করছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

তাঁদের নিজস্ব সঞ্চয়, সমাজসেবার ভাতা/স্থানীয় তহবলি মিলে মোট সঞ্চয় ২৬,৮২,৪০০ টাকা। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প হতে বোনাস প্রদান করা হয়েছে ২৬,৮২,৪০০ টাকা এবং ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান করা হয়েছে ২৮,৯১,২০০ টাকা। নিজেদের সঞ্চয় ও সরকারি তহবিল মিলে তাদের মোট মূলধন দাঁড়িয়েছে ৮২,৫৬,০০০ টাকা। এ তহবিলের মধ্যে বিনিয়োগ হয়েছে ৩৫,০০,০০০ টাকা যেখানে মোট ৯১১টি আয়বর্ধক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ৭১১টি ছাগল পালন, ১৩৫টি ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ৬৫টি গবাদিপশু পালন রয়েছে।

ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ঃ

বাংলাদেশে এখনো প্রায় ১ কোটি পরিবার দারিদ্র্যসীমার নীচে রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমানে ২৪ লক্ষ পরিবারের দারিদ্র্যমুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান দারিদ্র্যসীমার নীচের ১ কোটি পরিবারকে প্রকল্পভুক্ত করে দারিদ্র্যকে '০' শূন্যের কোটায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা উদ্যোগ-২
আশ্রয়ণ প্রকল্প ঃ বিপন্নে আশ্রয় ও গৃহহীনে গৃহ

প্রকল্পের ভিশন ঃ

বিপন্ন মানুষের আশ্রয় ও গৃহহীনে আবাসন নিশ্চিত করা।

প্রকল্পের মিশন ঃ

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত আশ্রয়হীন মানুষের আবাসন ব্যবস্থা;
২. আশ্রয়হীন মানুষের ভূমিসহ আবাসন ও দারিদ্র্য বিমোচন;
৩. বিপন্ন মানুষকে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা;
৪. তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক) এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছিন্নমূল গৃহহীন মানুষের মাথাগোঁজার ঠাঁই করে দেয়ার অনন্য এক প্রকল্প।
খ) আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার পরিবারকে ভূমি ও গৃহনির্মাণসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
গ) 'জমি আছে ঘর নেই' কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র জনগণকে আধাপাকা গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।
ঘ) গৃহায়ণ ট্রাস্টের আওতায় গৃহহীন মানুষকে সহজশর্তে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে।
ঙ) সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য টাউনশিপ ধাঁচে "পল্লী জনপদ" নামে আরও একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা উদ্যোগ-৩
ডিজিটাল বাংলাদেশ ঃ জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা

প্রকল্পের ভিশন ঃ

জনগণের দোরগোড়ায় অনলাইন রাষ্ট্রীয় সেবা পৌঁছানো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- ভোগান্তিবিহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছতার সাথে স্বল্পতম সময়ে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো;
- অনলাইনে দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানো;
- মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছানো;
- সরকারি যাবতীয় তথ্য ও সেবাকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরা;
- গ্রামীণ জনপদের মানুষের কাছে বিদেশ থেকে অর্থ পাঠানোসহ যাবতীয় সেবা পৌঁছে দেয়া।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক) ৪,৫২৭টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

খ) এ সকল ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে ২০০ ধরনের সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ) এ সকল ডিজিটাল সেন্টারে অনলাইন ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন প্রকার বিল পরিশোধ করা হচ্ছে।

ঘ) বর্তমানে দেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৫ কোটি।

ঙ) ২৫ হাজার ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল "জাতীয় তথ্য বাতায়ন" চালু করেছে সরকার।

চ) আইটি সেক্টরে বিদেশ থেকে ১২৫ মিলিয়ন ডলার আয় হচ্ছে।

শেখ হাসিনা উদ্যোগ-৪
শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি ঃ বিদ্যাহীনে বিদ্যা-শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

কর্মসূচির ভিশন ঃ

স্কুলগামী ও ঝরে পড়া সকল শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- স্কুলগামী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন;
- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ;
- মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান;
- মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান;
- সকল শ্রেণির মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান;
- পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ করা;
- আইটি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- শ্রেণিকক্ষসমূহে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

কর্মসূচির অগ্রগতি ঃ

ক) দেশে শিক্ষার হার গত ৬ বছরে ৪৪ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

খ) গত ৬ বছরে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ১৫৯ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে।

গ) এ বছর ১ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামুল্যে ৬২ কোটি ৬৪ লাখ বই বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ) ১ম শ্রেণি থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত ১ কোটি ২২ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

ঙ) ২০১৫ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হয়েছে।

চ) এ সময়ে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে।

ছ) এ পর্যন্ত ১ লাখ ২০ হাজার শিক্ষকের চাকুরী জাতীয়করণ করা হয়েছে।

জ) সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ১৭২টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

ঝ) ২০ হাজার ৫০০টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

ঞ) ১,৪৯৭টি স্কুলে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, সাউন্ডসিস্টেম ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হয়েছে।

ট) পাঠ্যপুস্তকের অনলাইন ভার্সন অর্থাৎ ই-কন্টেন্ট তৈরি করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা উদ্যোগ-৫
নারীর ক্ষমতায়ন ঃ সর্বক্ষেত্রে নারীর অর্থবহ অংশগ্রহণ

প্রকল্পের ভিশন ঃ

সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

প্রকল্পের মিশন ঃ

- পারিবারিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি;
- শিক্ষা ও কর্মে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা প্রতিরোধ;
- নারীর সার্বিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইন, বিধি প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন বা সাফল্য ঃ

ক) নারীর ক্ষমতায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিগুলো বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক অবস্থানকে অত্যন্ত বেশি দৃঢ় করেছে।

খ) দেশব্যাপী ১২ হাজার ৯৫৬টি পল্লী মাতৃ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশুর যত্নসহ যাবতীয় বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

গ) নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে সরকার নারী পুনর্বাসন বোর্ড, জাতীয় মহিলা সংস্থা, মহিলা অধিদপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে।

ঘ) নির্মাণ করেছে মহিলা হোস্টেল, গ্রহণ করেছে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প, সৃষ্টি করেছে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ।

ঙ) গার্মেন্টসে কর্মরত নারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ।

চ) নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছে।

ছ) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

জ) বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

ঝ) সরকারি কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ৪০টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার সেনসিটিভ বাজেট তৈরি হচ্ছে।

কর্ম এলাকা ঃ

বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দায়িত্ব ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও মাঠ প্রশাসনের আন্তরিক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শেখ হাসিনা উদ্যোগ-৬
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ঃ শিল্পায়ন ও উন্নয়ন সহায়ক বিদ্যুৎ উৎপাদন

ভিশন ঃ

আর্থ সামাজিক ও মানব উন্নয়নে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- জনগণের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- শিল্প ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গভীর নলকূপে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- পরিবেশ রক্ষায় গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুতায়ন নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

গত ৬ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব উদ্যোগে সাধারণ মানুষের কাছে বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দিতে নানামুখি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছেঃ

ক) স্থাপিত হয়েছে ৮১টি নতুন প্লান্ট। নির্মাণাধীন রয়েছে ১৫টি এবং ৪১টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

খ) দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে ৩২০০ মেগাওয়াট থেকে চারগুণেরও বেশি।

গ) মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৮৩ kw/ঘণ্টা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২১ kw/ঘণ্টা।

ঘ) ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের সক্ষমতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,২৮৩ মেগাওয়াট।

ঙ) সরকার আগামী ৫ বছরে দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বৃহত্তর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

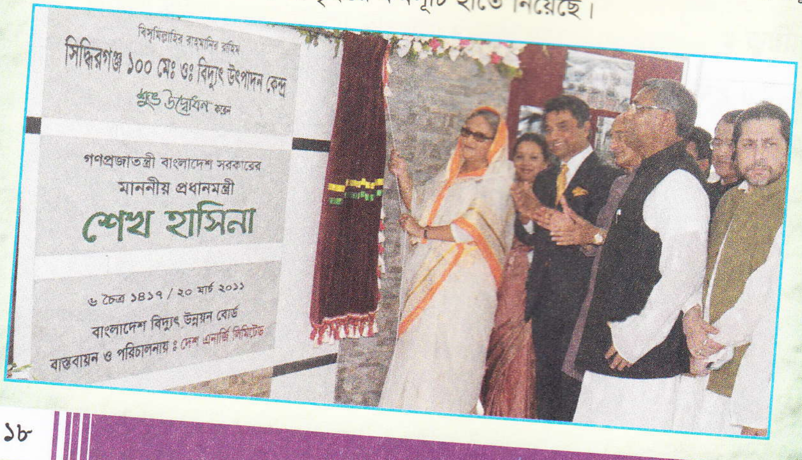

শেখ হাসিনা উদ্যোগ-৭
কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঃ তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা

কর্মসূচির ভিশন ঃ

গ্রামীণ জনপদে দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- সকল জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- সন্তান সম্ভবা মায়েদের প্রসূতি সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা নিশ্চিত করা;
- প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদান;
- স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সেবা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ;
- মা ও শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সহায়তা প্রদান;
- ছোঁয়াচে রোগ-বালাই থেকে দূরে থাকার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা;
- জটিলতর রোগের চিকিৎসার জন্য উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রেরণ।

প্রকল্পের অগ্রগতি ঃ

ক) গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতি ৬০০০ মানুষের জন্য একটি কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলা হয়েছে।

খ) সমগ্র দেশে অনুরূপ ১৬ হাজার ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের অবহেলিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

গ) এখান থেকে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ রোগের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

ঘ) প্রসূতি সেবাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাও প্রদান করা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা উদ্যোগ-৮
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ঃ অসহায় নাগরিকদের সুরক্ষা

প্রকল্পের ভিশন ঃ

বয়স্ক, অসহায়, অক্ষম ও পিছিয়ে পড়া মানুষের আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

- বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
- গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণ;
- আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে এ সকল পিছিয়ে পড়া মানুষের মনোবল জোরদারকরণ;
- শ্রেণি বিশেষে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- বৃত্তিমূলক ও প্রয়োজনভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান।

সেবায় অগ্রাধিকার ঃ

১. নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও বিপন্ন পরিবার;

২. বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত, বিপত্নীক, নিঃসন্তান, প্রতিবন্ধী, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিপন্ন ব্যক্তি;

৩. ভূমিহীন ও ছিন্নমূল পরিবার।

কর্মসূচির অর্জন ও সেবার পরিসর ঃ

ক) অবহেলিত ও অক্ষম জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সরকার ১২৮টি সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

খ) ইতোমধ্যে ২৪ লাখ ৭৫ হাজার বয়স্ক মানুষকে প্রতিমাসে ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

গ) ৯ লাখের অধিক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাকে প্রতি মাসে ৪০০ টাকা করে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

ঘ) এতদ্ব্যতীত ৪ লাখ প্রতিবন্ধী প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন।

ঙ) ইতোমধ্যে ঢাকায় একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার ও একটি অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে।

চ) এক লক্ষ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষি জমি বিতরণ করা হয়েছে।

ছ) ঘরে ফেরা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত প্রায় ১৫,৯২৪টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

জ) কর্মহীন মৌসুমে খেটে খাওয়া মানুষের আয়বর্ধনের জন্য দেশব্যাপী চালু করা হয়েছে ৪০ দিনের কর্মসূচি।

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়ন নির্দেশনা

ভূমিকা ঃ

কোন রাষ্ট্রের কল্যাণ নির্ভর করে তার শাসন ব্যবস্থা ও ক্ষমতাসীন সরকারের স্বদিচ্ছার ওপর। উন্নয়নশীল বা উন্নত রাষ্ট্র নির্বিশেষে উন্নয়ন ও কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভর করে সরকার প্রধানের চিন্তা-চেতনা ও জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের গভীরতার ওপর। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রায় সিংহভাগই নির্ভর করে সরকার প্রধানের ইচ্ছা, বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির ওপর। বাংলাদেশের উন্নয়ন তথা জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুউচ্চ চিন্তা-চেতনা ও জনগণ তথা দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থেকেই তিনি নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন একবারেই আপোষহীনভাবে। জনদরদী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা নিয়ে এতগুলো যুগান্তকারী উদ্যোগ নিয়েছেন এদেশের মানুষের কল্যাণে তা অবশ্যই শতভাগ সফল করতে হবে। একারণেই তাঁর উদ্যোগগুলোকে ব্রান্ডিং করার মধ্য দিয়ে অধিকতর গুরুত্বারোপ করার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। "শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ" হিসেবে ব্রান্ডিং করার মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ ঃ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়ন করা;

২. উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে সমমনা রাজনৈতিক সংগঠন, জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহ এবং দেশের যুবশক্তিকে সম্পৃক্ত করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া;

৩. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবদানকে স্মরণীয় করে রাখা।

গৃহীতব্য কার্যক্রম ঃ

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে সেগুলোকে কিভাবে ২০২১ ও ২০৪১ এর ভিশন অর্জনে সম্পৃক্ত করা যায় তার কৌশল/রূপরেখা প্রণয়ন করা;

২. উক্ত উদ্যোগ/কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন্ কোন্ স্টেকহোল্ডারকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় তার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা;

৩. প্রণীত এ সকল রূপরেখার ওপর কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা;

৪. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট থেকে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত রূপরেখাগুলো সমন্বিত করা;

৫. রূপরেখা অনুসারে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও মনিটর করা।

সকল মহলকে সম্পৃক্ত করা ঃ

১. রাজনৈতিক নেতৃত্বসহ মন্ত্রিপরিষদকে সম্পৃক্ত করা;

২. সকল মন্ত্রণালয়ের সচিবদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করা;

৩. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করার মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনসহ সকলকে সম্পৃক্ত করা।

ফলোআপ ও সমন্বয় করা ঃ

১. ফলোআপ ও সমন্বয় কাজে নিয়োজিত গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট নিয়মিত মনিটর করবে;

২. মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে;

৩. কোথাও কোন বিষয়ে সমন্বয় বা সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা নিশ্চিত করবে;

৪. পাক্ষিক বা মাসিকভাবে সার্বিক বিষয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে অবহিত রাখতে হবে;

৫. ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সার্বিক অগ্রগতি অবহিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বাবলী ঃ

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও রোডম্যাপ তৈরী করবে। তৈরীকৃত রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য মাঠকর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। উদ্যোগগুলোর বাস্তবায়নে কোন ত্রুটি চিহ্নিত হলে দ্রুত তা নিরসনের উদ্যোগ নিবে। এ কাজে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এক কথায় আন্তরিকভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপদান করার মধ্য দিয়ে ২০২১ সালে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর উন্নত তথা সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে।

মো: আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

দারিদ্র্য শূন্য বাংলাদেশঃ একটি ধারণাপত্র

ড. প্রশান্ত কুমার রায়
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন দর্শনের আওতায় দারিদ্র্যসীমার নিচের ৪ কোটি মানুষের দারিদ্র্যবিমোচন করে দারিদ্র্যশূন্য মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়া শুধু সময়ের ব্যাপার। ইতোমধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের অধীনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন দর্শন বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে যার আওতায় ২৪ লক্ষ দরিদ্র পরিবার তথা ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন শুরু হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ গড়ার জন্য সমন্বিত দারিদ্র্যবিমোচনের এ প্রস্তাবনায় শুধুমাত্র দরিদ্র ও হতদরিদ্র তিনটি শ্রেণির মোট ৪ কোটি জনগণের দারিদ্র্যবিমোচনসহ আয়বর্ধক কাজের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎস এবং তা ব্যবহার কৌশল নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে: (১) ছিন্নমূল (২) স্বভাবে ভিক্ষুক এবং (৩) দারিদ্র্যসীমার নিচে অন্য সকল পেশার মানুষ।

(১) ছিন্নমূল পরিবার ঃ আশ্রয়ণ/ঘরে ফেরা কর্মসূচির মাধ্যমে ছিন্নমূল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহ নির্মাণের পর মাসে ২০০ টাকা হিসেবে বছরে ২৪০০ টাকা অর্থাৎ দু'বছরে বা ২৪ মাসে মোট ৪৮০০ টাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প থেকে তাদের নিজস্ব নামে জমার ব্যবস্থা করলে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প থেকে তাদের সমিতিভুক্ত করে সমপরিমাণ বোনাস ও ঘূর্ণায়মান তহবিল দিয়ে স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচনের আওতায় আনয়ন করা যায়। এভাবে বাংলাদেশের সকল ছিন্নমূল পরিবারকে (প্রায় ১ লক্ষ) পুনর্বাসিত করে দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব।

(২) স্বভাবে ভিক্ষুক ঃ সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ভিক্ষুকদের ভাতা হিসেবে প্রদত্ত অর্থ তাদের নিজস্ব সঞ্চয় মাসে ২০০ টাকা হিসেবে বছরে ২৪০০ টাকা অর্থাৎ দু'বছরে বা ২৪ মাসে ৪৮০০ টাকা তাদের একাউন্টে জমা করলে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প থেকে সমপরিমাণ বোনাস ও ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান করে স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন প্রক্রিয়ায় আনয়ন করা যায়। এভাবে বাংলাদেশের সকল ভিক্ষুককে (প্রায় ৪ লক্ষ) পুনর্বাসিত করে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্যমুক্তির আওতায় আনয়ন করা সম্ভব। এ বিষয়ে পরীক্ষামূলকভাবে নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় মোট ৯৫১ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসিত করা হয়েছে।

(৩) দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত ২৫% অর্থাৎ ৪ কোটি মানুষ বা ৮০ লক্ষ পরিবারের মধ্যে আশ্রয়ণ ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বিতভাবে গৃহীত মোট ৫ লক্ষ পরিবার ব্যতীত ৭৫ লক্ষ পরিবারকে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় দারিদ্র্যবিমোচন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হচ্ছে ২৪ লক্ষ পরিবার। আগামী দু'বছরে ৫০ লক্ষ পরিবারকে (বছরে ২৫ লক্ষ হিসেবে) প্রকল্পভুক্ত করে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যশূন্য করার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

বর্ণীত ৩টি শ্রেণি/গ্রুপের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিম্নরূপ সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যশূন্য রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করা যায়ঃ

ক্র. নং	দারিদ্র্যের শ্রেণি	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রস্তাবিত সময়সীমা	আর্থিক সম্পৃক্ততা (কোটি টাকায়)	উপকৃত পরিবার (লক্ষ)	উপকৃত জনগণ
১.	ছিন্নমূল নিস্ব পরিবার	গৃহনির্মাণ, পুঁজিগঠন ও আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্তকরণ	আশ্রয়ণ ও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	২০১৫-২০২০	৫০০	১.০০	৫,০০,০০০
২.	স্বভাবে ভিক্ষুক পরিবার	পুঁজিগঠন ও আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্তকরণ	সমাজসেবা ও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	২০১৫-২০২০	২০০	৪.০০	২০,০০,০০০
৩.	দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত অন্যান্য পরিবার	পুঁজিগঠন ও আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়ন	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	২০১৫-২০২০	৫০০০	৫০.০০	২,৫০,০০,০০০
মোট:	দারিদ্র্য সীমার নিচের জনগোষ্ঠী	আবাসন, পুঁজি, আয়বর্ধন ও দারিদ্রমুক্তি	আশ্রয়ন, সমাজসেবা ও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	১০১৫-২০	৫,৭০০	৫৫.০০	২,৭৫,০০,০০০

প্রস্তাবিত রোডম্যাপের আওতায় চলমান ২৪ লক্ষ এবং আগামী ৪ বছরে বাকি ৫৬ লক্ষ পরিবারকে স্থায়ী দারিদ্র্যবিমোচন প্রক্রিয়ার আওতায় আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্যশূন্য বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলার একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের দাড়িয়ারকুল গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উপদেষ্টা সদস্যপদ গ্রহণ করছেন।

Sheikh Hasina Special Initiatives

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ

শেখ হাসিনা বিশেষ উদ্যোগ বলয়